



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 29 Issue • 30 January, 2022, Sunday • ১৬ মাঘ, ১৪২৮, রবিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ১০ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

কোডিড মশকরা ! স্কুল স্বাভাবিক হচ্ছে, বাতিল নিয়োগ র্যালি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। মানুষ কি এমনই বোকা! কিছুই তারা বুঝতে পারেন না! নাকি মানুষের সংগঠিত আওয়াজ নেই বলে তেমন ভাবা যায়! সবে গুচিগুচি হাঁটতে শেখা ছেট শিশুদের নার্সারি থেকে সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত ৩১ জানুয়ারি থেকে ক্লাস শুরু সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার, আর কোভিড-কে কান্ট দেশিয়ে

৭ মার্চের নিয়োগ র্যালি, মানে
আরও এক মাসেরও বেশি সময়
পরের র্যালি পিছিয়ে দেওয়া
হয়েছে। ১২ জানুয়ারি তিনি জেলায়
নিয়োগ র্যালি পিছিয়ে দেওয়া
হয়েছিল, মাসের শেষে এসে স্বাস্থ্য
দফতর মতামত দিয়েছে
স্বাভাবিকভাবে স্কুল-কলেজ খুলে
দেওয়ার। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা
প্রতিষ্ঠান চালুর কথা বলা হয়েছে,

ছিল। কেভিডে মৃতদের ১০ লাখ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকলেও, এখনও ১০ লাখ কোনও পরিবার পাননি। তেমনি চলতি কেভিড ওয়েভে এখন পর্যন্ত জানাই গেল না ত্রিপুরায় কোনু ভ্যারিয়ান্ট সক্রিয়। মৃত্যু প্রতিদিনই আছে। কোভিডের বিধি-নিষেধ থাকলেও, নেতা-মন্ত্রীরা তা মানেন না, পুলিশ সাধারণকে ধরলেও, তাদের কিছু বলে না। এসে পুলিশ হাঁটিয়ে দেবে কে

বেজপনে বেঙ্গল নাহোর পার্কসন নামের পাশে **প্রকল্পনা দেখে প্রকল্পনা**-র ইচ্ছুক
জানুয়ারি নিয়োগ র্যালি দক্ষিণ,
গোমতী ও সিপাহিজলা জেলায়
পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তখনও
বলা হয়েছিল শীঘ্রই আবার তারিখ
ও জায়গা জানানো হবে। পশ্চিম,
খোয়াই, ধলাই, উনকোটি এবং
উত্তর জেলার নিয়োগ র্যালি তখন
পিছিয়ে দেওয়া হয়নি। পশ্চিমে ৭
ফেব্রুয়ারি থেকে, খোয়াইয়ে ১৪
ফেব্রুয়ারি থেকে, ধলাইয়ে ২১
ফেব্রুয়ারি থেকে, উনকোটিতে ২৮
ফেব্রুয়ারি থেকে এবং উত্তরে ৭ মার্চ
থেকে নিয়োগ র্যালি শুরু হওয়ার
কথা ছিল। শনিবারের মৌটিশে সেই
কেভিড শুরুর পর যখন ক্লাস
হয়েছে অর্ধেক পড়ুয়া নিয়ে হয়েছে
আভাবিকভাবে শুরু হবে ৩১
জানুয়ারি থেকে। সরকারের চোখে
পরিস্থিতি যখন এই রকম তখন
পুলিশের নিয়োগ র্যালি পিছিয়ে
দেওয়ার কারণ কী, তা অনেকেই
বুঝিতে কুলোয়ানি। কেভিড নিয়ে
ত্রিপুরায় প্রথম থেকেই নান
অভিযোগ আছে। হাইকোর্ট নিজের
জনস্বার্থ মামলাও নিয়েছে
তাছাড়াও জনস্বার্থ মামলা হয়েছে
একসময় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ত্রিপুরাই
কেভিড মৃত্যুহারে সবার আগে

বলে না। যে পুলশ দাঢ়িয়ে দেখে
ভাঙ্গুর করছে শাসক দলের
নেতা-কর্মীরা, সেই পুলশ নিয়োগ
যালি পিছিয়ে দেয় যখন সরকার
স্বাভাবিকভাবে স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত
নিয়েছে। দাদাদের আজ্ঞাবহ হতে
গিয়ে ইউনিফর্ম সার্ভিসের
পেশাদারিই ধ্বংস হয়ে গেছে।
বিজেপি সরকার নানা সময়েই
সরকারি চাকরির বিরোধিতা
করেছে। বিজেপি দলও করেছে,
সরকারি চাকরি বোৰা বলে মন্তব্য
করেছে। আবার কখনও নির্দিষ্ট
সময় দিয়ে বলা হয়েছে, সেই
সময়ের মধ্যে ৩০ হাজার চাকরি
হবে। কখনও চাকরির দেওয়ার
সংখ্যা মুখ্যমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রী দুই
জনে দুই রকম বলেছেন, কখনও
বছরের ব্যবধানে আগের বলা
সংখ্যা করে গেছে। বিজেপি'র
ভিশন ডকুমেন্টে বলা প্রথম বছরে
৫০ হাজার সরকারি চাকরির
প্রতিশ্রুতি পালিত হয়নি। এখন
ভোটের মুখে এসে কোনও কোনও
দফতরে লোক নিয়োগের কথা
শোনানো এরপর দুইয়ের পাতায়

নাইট কারফিউ উঠে যাবে !

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।।
সরকারি এবং বেসরকারি সমন্ত
বিদ্যালয় খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত
নিয়েছে রাজ্য সরকার। গত ৯
তারিখ রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার
অলক এক সরকারি নির্দেশ মুলে
রাজ্যজুড়ে কোভিড বিধি লাগু
করেন। রাজ্যের দুর্বোগ মোকাবিলা
কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে শ্রী
অলক যে নির্দিষ্টিক জারি করেন,
তাকে কেন্দ্র করে গত তিন সপ্তাহ

ধরে সরকারি অনুষ্ঠান, রাজনেতিক সভা-সমিতি সহ নানা বিষয়ে বিধি নিষেধ জারি আছে। তবে শনিবার সরকারের তরফে বিদ্যালয় খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেই, সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলে এই আলোচনা শুরু হয়ে গেছে যে, আগামী ১ তারিখ থেকে নাইট কারফিউ উঠে যাবে। রাজ্যের শত শত বিদ্যালয়ের ছাত্রা঳ীদের যেহেতু তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়, নাইট কারফিউ আর বলবৎ থাকবে না। শনিবার, মহাকরণ সূত্র থেকে জানা যায়, আগামী এক দু'দিনের মধ্যেই নাইট কারফিউ উঠে যাওয়ার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সরকারি গাইডলাইন জারি করা হবে। তবে বিষয়টি নিয়ে স্পষ্টভাবে মস্তব্য করতে রাজি হননি দফতরের অন্যতম প্রধান আমলা। যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে, তাহলে রবিবার বা সোমবারের মধ্যেই নাইট কারফিউ উঠে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।



ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଶାଶ୍ଵତ

আগমন : ১০ই অক্টোবর, ১৯৫৮

প্রয়াণঃ ১৫ই জানুয়ারী, ২০২২

গভীর শোকাহত হনয়ে জানাচ্ছি যে, আমাদের পরমপ্রিয় শ্রদ্ধেয় পিতা
তাপস সাহা গত ১৫ জানুয়ারী, ২০২২ ইং, শনিবার সকাল ৯.১৫ মিঃ
সংসারের মায়ামতা ত্যাগ করে মা আনন্দময়ীর রাতুল চরণে আশ্রিত
হয়েছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় আজ আমাদের জেল-আশ্রম

রোডস্থিত নিজ বাসভবনে পারলোকিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হবে।

গভীর শোকাহত

সাম সাহা (স্ত্রী), তমাল (পুত্র), অক্ষিতা (কন্যা),
পুত্রবধু), রাজেশ (ভাই), সীমা (ভাতৃবধু) রাই
অনিমা, জয়া (বোন), সিদ্ধার্থ শঙ্কর (ভগীপতি)
(ভাগিনা), সপ্তবর্ণা (ভাগনি), নারায়ণ দাস
(বিভা চৌধুরী (বেয়াইন) ও আপনজনেরা।

ମୁଦ୍ରିପାର ବେଳକେ ତୃଣମୂଳର ହୃଦ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।।
বড়জলা উপনির্বাচনে বিজেপির যে প্রার্থীর সাথে দিনরাত খেটেছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী থেকে সুনীল দেওধর, সেই বিজিত প্রার্থী এসএম দাস এখন সুদীপের ঘরে। ১৩ং এমএলএ হোস্টেলের অস্থায়ী ছাউনিতে এদিনের রঞ্জনীর বৈঠকে এসএম দাস ছাড়াও তঃগম্বুলের দৃত হয়ে এসেছেন শ্যামল পাল, শুভেন্দু চক্ৰবৰ্তীৰা। আগরতলা পুর নিগমের সর্বশেষ নির্বাচনে তারা দুজনই ছিলেন তঃগম্বুল কংগ্রেসের প্রার্থী। বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে, এদিনের বৈঠকে ভার্চুয়ালে অংশ নিয়েছেন আরও তিনজন বিজিত তঃগম্বুলের প্রার্থী। তারা তাদের মনের কথা সুদীপ রায় বর্মগনকে ভার্চুয়ালে জানিয়েছেন। তবে রাতে

সংবাদ লেখা পর্যন্ত তৃণমূলের বিজিত
প্রার্থীদের নিয়ে সুদীপ রায় বর্মগের
বৈঠক সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে
কোনও বক্তব্য রাখেননি তৃণমূল
রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আত্মায়ক
স্বৰূপ ভৌমিক। তবে তিনি তার
ঘনিষ্ঠ মহলে জিনিয়েছেন, শ্যামল
পাল এবং শুভেন্দু চৰকৰ্তাদের সাথে
তার কথা হয়েছে। রাজনৈতিক মহল
মনে করাছে, যাইটি ধারে ও ভারে

রাজনৈতিক উত্পাদ বাড়ায় তাদের
সাথে মাটির সম্পর্ক আগের মতো
নেই। মাটির সাথে সংযোগহীন
রাজনৈতিক দলের নেতাদের
কাছে আগামীর দিশা ঠিক করতে
রঞ্জন্দ্বারের পর রঞ্জন্দ্বার বৈঠক
করতে হচ্ছে। কিন্তু শাসক দল
বিজেপি এ বৈঠককে একশো
শতাংশ ভারী মনে করছে। কেননা,
দল ও সরকারের বিবরণে

বিষ্ফোরক সুনীপ রায় বর্মণের
বক্তব্য নিয়ে এতটুকু কথা বলতে
সাহস পাচ্ছে না কেউই। তবে
সিপিএম এবং মানিক সরকারের
বক্তব্যের জবাব দিতে যারাই দুই
থেকে তিন ঘণ্টা পর প্রস্তুত হয়ে
যান, তারাও অনেকটাই নরম
মনোভাব পোষণ করে রাজনৈতিক
গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য
দেখাচ্ছেন। তবে রবিবার

পির প্রদেশ কমিটির
ক সম্মেলন রয়েছে বেলা
। তাতেও নজর সকলের।
নুদীপ রায় বর্মণ বৈঠকের
সাংবাদিকদের বলেছেন,
দিন ধরেই এই ধরনের
চলছে। জেলাস্তরে বৈঠক
ন, এখন পর্য্যট জেলার
ভা ভিত্তিক বৈঠক চলছে।
বলেন, গণতন্ত্রের যে

বা অক্সিজেন সেটা
ত পারছে না। একটা
পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ
বরছে। ভয় ভীতির
ও পরিস্থিতির মধ্যে
সবাস করতে হচ্ছে।
মানুষকে গণতান্ত্রিক
ওয়া যায়, ভালোভাবে
শাশ্বাস নিতে পারে, তার
হচ্ছে। মানুষের সমস্ত

গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে
দেওয়ার লক্ষ্যেই মত বিনিময় সভা
চলছে। পরবর্তী সিদ্ধান্তে নেওয়া
হবে বৈঠক থেকে পাওয়া নির্যাসের
মধ্য দিয়েই। জনগণের বর্তমান
পরিস্থিতিগুলো তারা তুলে ধরতে
চান। তবে কোন্‌ শিবিরে? শীঘ্ৰই
আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষ্কার
করবেন রাজ্য রাজনীতির
বহুচৰ্চিত নাম সুদীপ রায় বৰ্মণ।

৩১ জানুয়ারি খুলছে ক্যাম্পাস মানা হবে স্বাস্থ্যবিধি : রতন

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৯
জানুয়ারি।। রাজ্য শিক্ষা দফতর
আগামী ৩১ জানুয়ারি, ২০২২
থেকে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থেকে
দাদশ শ্রেণি পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত
বিদ্যালয়, কলেজ, ইউনিভার্সিটি
একক শতাংশ খেলা রাখার সিদ্ধান্ত
গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে কোভিডের
উপযুক্ত বিধিনিবেধ যথাযথভাবে
মেনে শিক্ষাজ্ঞন চালু রাখার উপর
গুরুত্ব দিতে হবে। আজ
সচিবালয়ে নিজ অফিসকক্ষে
সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী
রতন লাল নাথ শিক্ষা দফতরের
এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি
জানান, এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের এবং
টিটিএডিসি অন্তর্ভুক্ত সমস্ত
সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত,
সাহায্যবিহীন বেসরকারি বিদ্যালয়
এবং মাদ্রাসাগুলির ক্ষেত্রেও
প্রযোজ হবে। শিক্ষামন্ত্রী আরোও
জানান, এই বিষয়ে আজ শিক্ষা
দফতরের সচিব, শিক্ষা দফতরের
দুইজন অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য
দফতরের সঙ্গে সার্বিক কোভিড



পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে আলোচনাক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্য শিক্ষা দফতরের এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ইকফাই ইউনিভার্সিটি, রাজ্যের এনআইটি-কেও জানানো হবে যাতে তারাও রাজ্য শিক্ষা দফতরের এই গাইডলাইন অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যের ২২টি সরকারি ডিপ্টি কলেজের জন্য ইতিমধ্যেই টিপিএসসি-র মাধ্যমে ৩৬ জন সহকারী অধ্যাপককে অফার প্রদান করা হয়েছে। আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাদেরকে কলেজে পোষ্টিং দেওয়া হবে। এছাড়া তিনি আরো ৪ জানান, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (ডিপ্লোমা লেভেল) নিয়োগের জন্য ৫৭ জন লেকচারের নিষ্ঠ ইতিমধ্যেই টিপিএসসি থেকে এসেছে। শীঘ্ৰই তাদেরকেও অফার দেওয়া হবে।

বিশালগড়েও জলের অবৈধ কারবার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
বিশালগড়, ২৯ জানুয়ারি।।
বিশালগড় ব্রজপুর এলাকায় গড়ে
উঠা একটি প্যাকেজড ড্রিক্সিং
ওয়ার্টারের ইউনিট বন্ধ করে
দিলো প্রশাসন। শনিবার স্বাস্থ্য
দফতর এবং খাদ্য দফতরের
আধিকারিকরা সেখানে হানা
দেয়। তারা নথিপত্র যাচাই করে
জানতে পারেন ব্যবসা করার মত
কোন অনুমতিপত্র তাদের কাছে
নেই। তাই বৈধ নথিপত্র না থাকায়
ব্যবসা বন্ধ করার নির্দেশ দেন
আধিকারিকরা। রাজ্যের অন্যান্য
স্থানেও এভাবে প্রচুর সংখ্যক ইউনিট
বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে একই
অভিযোগে। দীর্ঘদিন ধরে ওই
ব্যবসায়ীরা অবিভাব্যে ব্যবসা
চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি উচ্চ
আদালত বিষয়গুলি নিয়ে রাজ্য
সরকারের উদ্দেশ্যে নির্দেশ জারি
করার পরই একের পর এক ইউনিট
বন্ধ করা হয়েছে। এদিন
বিশালগড়ের ইউনিটেও প্রশাসনিক
নির্দেশে ঝাঁপ পড়লো।

ফর চৱম ব্যৰ্থ রাজ্য পুলিশ সমে আটক গাঁজা-সহ লরি



ଚାଦରେ ଧରେ ଫେଲେ । ଶନିବାର
ଅସମ-ଚୁରାଇବାଡି
ପାସ୍ଟେ କରମରତ ପୁଲିଶ କରୀରା
ବାବାଇ ଲାଗି ଆଟକ କରେନ ।
ତିପୁରା ଥିକେ ଗୁଯାହାଟି

তিবেশীর গলায় ছুরি মারার চেষ্টা

দৈ কলম প্রতিনিধি, দেওয়াল নিয়ে বহুদিন ধরেই বাগড়া
লা, ২৯ জানুয়ারি। বাড়ির চলছে প্রতিবেশী হারাধনের সঙ্গে
তার দেওয়াল নিয়ে বাগড়ার
হত্যার চেষ্টা প্রতিশেষকে।
বুরি ধরে এই হত্যার চেষ্টা
হয়েছে। এই ঘটনায়
প্রার্ট থানায় একটি মামলা
ডেছে। মামলাটি করেছেন
নারের ছিনাইহানির বাসিন্দা
গাপাল রায়। প্রতিবেশী
সুন্দর নামে এই মামলা
ডেছে। সাব-ইন্সপেক্টর
তৎক্ষে এই মামলার তদন্তের
দণ্ডওয়া হয়েছে। এয়ারপোর্ট
এই ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধি
রায় মামলা নিয়েছে। থানায়
গাপাল জনিয়েছেন, বাড়ির

চেট শিক্ষক

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৫
জানুয়ারি। স্কুল শিশুরা আসবে
শিক্ষক শিক্ষিকারা যাবেন, জীবন
আবার স্বাভাবিক হবে। এই
প্রত্যাশায় রাজ্য সরকারের শিখন
দফতরের শনিবারের সিদ্ধান্তে
স্বাগত জানিয়েছে ত্রিপুরা টে
চিচার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন
এদিনই শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল না
স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত কর্তৃ
জানিয়েছেন সাংবাদিক সম্মেলনে

ছিলেন। এমন সময় হারাধন ছুরি নিয়ে তাকে হত্যার চেষ্টা করে। গলায় ছুরি ধরে হত্যা করতে চায়। তার স্ত্রী এসে চিংকার করায় ঢলে যায় হারাধন। এই ঘটনায় প্রথমে ভারতবর্ষ সংযোগে অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু কুবাবে বিচার হবে না বুঝতে পেরে ননী গোপাল থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন। তিনি আরও জানান, বাড়ির সীমানা নিয়ে অনেকদিন ধরেই সমস্যা চলছে। তার বাড়ির সীমা থেকে মাত্র এক ফুট দুই ইঞ্চি দূরে দেওয়াল তুলেছেন হারাধন। এনিয়ে আগরতলা পুরনিগমে লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল। পুরনিগম এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

ପୁଅବଧୂର ବିଳବେ ହତ୍ୟାର ଚେଷ୍ଟାର ମାମଲା

প্রাতিবাদী কলম প্রাতিনাথ,
আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি ।।
পুত্রবধূর বিবরণে হত্যা এবং
নির্যাতনের অভিযোগ তুলে থানায়
মামলা করলেন এক শাস্তি।
এনসিসি থানায় এই মামলাটি
নথীভুক্ত করা হয়েছে। সিজেএম
আদালতের নির্দেশে মামলাটি গ্রহণ
করতে বাধ্য হয় পুলিশ। ভারতীয়
দণ্ডবিধির ৩২৫, ৩২৭, ৩০৭, ৫০৬

এবং ৩৪ থারায় মামলাটি নেওয়া হয়েছে। মামলাটি করেছেন সার্কিট হাউস এলাকার বাসিন্দা মায়া রানি সাহা। অভিযুক্ত পুত্রবধুর নাম বুল্টি দেবনাথ। বুল্টির নিকট আঞ্চলিকদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এরা হলো জয়দেব সাহা, বাসুদেব সাহা, মহাদেব সাহা, লক্ষ্মণ রায় এবং নন্দন রায়। মায়া রানির অভিযোগ, ২০২০ সালের ২ জুলাই তার ছেলে গোতম সাহার সঙ্গে বুল্টি দেবনাথের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের ২০দিন পর থেকেই বুল্টি তার ছেলে এবং তার উপর মানসিক এবং শারীরিকভাবে অত্যাচার শুরু করে। গোতমের প্রথম স্তুর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পরই বুল্টির বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু এই কথা নিয়ে বুল্টি প্রতিনিয়ত অত্যাচার করে। অঞ্চল ভাষায় গালাগালণ করে। তার সঙ্গে অত্যাচারে সহযোগিতা করে জয়দেব, বাসুদেবো এসে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছিলেন মায়া রানি। কিন্তু পূর্ব মহিলা থানা এই এফআইআর গ্রহণ করেনি। যে কারণে বাধ্য হয়ে আদালতে মামলা করতে যান মায়া রানি। কিন্তু মামলা করতে যাবে শুনে পত্রবধু বুল্টি তার উপর চড়াও হয়।

চর, থাপ্পড়-সহ তাকে গলা টিপে
হত্যার চেষ্টা হয়েছে। বাড়ির
সম্পত্তি লিখে দিতে মারধর করা
হয়। কোনওভাবে নিজেদের রক্ষা
করে তারা আবারও থানার দ্বারস্থ
হন। তাদের বিরংদে থানায়
স্বর্ণলঙ্কার ছুরি করারও অভিযোগ
তুলেন বুল্ট। এখন আদালতের
নির্দেশে এনসিসি থানা পুত্রবধু
বটিল বিরংদে মামলা নিলো।

প্রেস রাপ্ট থানায় একটা মামলা দেছে। মামলাটি করেছেন নারের ছিনাইহানির বাসিন্দা গাপাল বায়। প্রতিবেশী সূত্রধর নামে এই মামলা দেছে। সাব-ইনসপেকটর দক্ষে এই মামলার তদন্তের দণ্ডওয়া হয়েছে। এয়ারপোর্ট এই ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধি দ্বারা মামলা নিয়েছে। থানায় গাপাল জানিয়েছেন, বাড়ির

জ, আগরতলা, ২৯
স্কুলে শিশুরা আসবে,
কাছকারা যাবেন, জীবন
ভাবিক হবে। এই
জায় সরকারের শিক্ষা
শিল্পারের সিদ্ধান্তকে
নিয়েছে ত্রিপুরা টেট
ফেয়ার এসোসিয়েশন।
চামত্তি রাতন লাল নাথ
সার সিদ্ধান্ত কথা
সাংবাদিক সংযোগে।

একই দিনে তিনটি ই-সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন



প্রেস রিলিজ, বিলোনিয়া/সাক্ষাৎ/বিশালগড়, ২৯ জানুয়ারি।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ও দায়ারা জজের আদালতে আজ থেকে ই-সেবা কেন্দ্রের পথ চলা শুরু হয়েছে। ফলক উন্মোচন ও ফিতা কেটে কার্যালয় প্রাঙ্গণে এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং হাইকোর্ট

কম্পিউটার কমিটির চেয়ারপার্সন শুভাশিষ তলা পাত্র। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি চি অমরনাথ গোড়। ই-পরিবেশ কেন্দ্রের উদ্বোধন করে বিচারপতি শুভাশিষ তলা পাত্র নবাগত আইনজীবীদের অভিজ্ঞ আইনজীবীদের কাছ থেকে

অভিজ্ঞতা সংখ্যের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, সাধারণ লোকজন যাতে বেশি করে আইনী সহায়তা পেতে পারেন সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। আইনজীবিদেরকে প্রথমে সাধারণ লোকজনদের কথা গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে। তাদের বিবিয়ে বলতে হবে এবং তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে। তিনি ই-সেবা কেন্দ্র চালু হওয়ায় দক্ষিণ প্রিপুরাব বিচার প্রক্রিয়া আগের থেকে অনেক দুর্ত ও সহজতর হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। উদ্বেধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা ও দায়ারা জজ আশুতোষ পাশে। অনুষ্ঠানে অনান্যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন

বিলোনিয়া বার অ্যাসোসিয়েশনের
সভাপতি প্রভাত দত্ত, সিনিয়র
অ্যাডভোকেট বিধায়ক অঞ্চল চন্দ্ৰ
ভৌমিক, মহকুমাশাসক মানিকলাল
দাস এবং বিলোনিয়া কোর্টের
আইনজীবিৱা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য
রাখেন বৰিষ্ঠ বিচারক উন্মত্ত খৰ্ব দাস।
এদিন সাৰাজ্ঞ এবং বিশালগড়ে ও
ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের দণ্ডন

তির হাত ধরে ই-সেবা
উন্নোধন হয়। এদিন সকালে
উচ্চ আদালতের বিচারপতি
ম তলাপাত্র এবং বিচারপতি
নানাখাত গৌর প্রথমে সাক্ষমে
স্থানে এছাড়াও উপস্থিত
উচ্চ আদালতের ডেপুটি
র সুন্দরীপ সাহা, বিলোনিয়া
কোর্টের পারিবারিক

বিচারক উন্নত খ্যাদিস, বিচারক প্রমুখ। সেখানে দুই উপস্থিতিতে সার্বভূমিক আদালতের ই-সেবা দ্বাধন হয়। একইভাবে এদিন দুই বিচারপতির সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন সত্ত্বত শুভশিশ তলাপাত্র কথা বলতে গিয়ে ই-সেবা কেন্দ্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সাধারণ মানুষ খুব সহজে ই-সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিযবেক পাবেন বলেও তিনি জানান। বিশালগড়ের অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক সত্যরত দণ্ড, বিচারক অসীম দেবনাথ, ছন্দিতা দেবনাথ প্রম্মথ।

বিয়ের দু'দিন আগে যুবকের আত্মহত্যা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৯ জানুয়ারি। বিয়ের মাত্র দুদিন আগে যুবকের ফাঁসিতে আঘাতহত্যার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় বক্সনগর আশাবাড়ি এলাকায়। শনিবার সকালে আশাবাড়ি ২১ং ওয়ার্ডের সুমন মিয়ার (২৭) বুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় বক্সনগর সামাজিক স্থান্ত্র কেন্দ্রে। আগামী সোমবার সুমনের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলে পেট ব্যথা নিয়ে সুমন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সুমনের মাঝের কথা অনুযায়ী চিকিৎসায় অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন তার ছেলে। কিন্তু শনিবার ভোরে প্রাক্তিক কাজ সারার কথা বলে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে আসেন সুমন। বেশকিছু সময় পর হাসপাতালের একজন সাফাই কর্মী দেখতে পান বারান্দায় সুমন ফাঁসিতে ঝুলে আছে। তার মৃতদেহ দেখে সবাই আঁতকে উঠেন। হইচই শুনে হাসপাতালের অন্য রোগীরাও কিছুটা আতঙ্কিত



হন। খবর পেয়ে সুমনের পরিবারের
সদস্যরা ছুটে আসেন হাসপাতালে।
ছেলের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখে
তাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে
পড়ে। খবর পেয়ে কমলচোড়া
থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে ছুটে
আসে এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে
ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এখন

তিনজনের হাতে আক্রান্ত গৃহবধূ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ২৯ জানুয়ারি।।
কুমারঘাট থানাধীন সুকাস্তনগরে
৩৮ বছরের এক গৃহবধূ আক্রান্ত
হলেন তিনজন প্রতিবেশীর হাতে।
অভিযোগ, ছেলে-মেয়েদের
সামনেই চুলের মুঠি ধরে
টেনেহাঁচড়ে ঘর থেকে উঠোনে
নিয়ে আসা হয় ওই মহিলাকে।
সবার সামনেই তাকে প্রচণ্ডভাবে
মারধর করা হয়। অথচ তিনি
চিৎকার করে অন্যান্যদের কাছে
সাহায্য চাইলেও কেউই এগিয়ে
আসেননি। পরবর্তী সময়
নির্যাতিতাকে হাসপাতালে নিয়ে
যেতে হয়। তিনি পরবর্তী সময়
থানায় গিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে
মামলা করেন। কিন্তু পুলিশ
একবারও ঘটনাটি তদন্ত করেনি
বলে অভিযোগ। এমনকী
নির্যাতিতার বয়ান গ্রহণ করার
আগ্রহ দেখায়নি। জানা গেছে,
মহিলার স্বামী কর্মসূত্রে বাড়িতে
নেই। দুটি শিশু তার অসুস্থ মাকে
নিয়ে খুবই সমস্যায় পড়েছে।
এলাকাবাসী পরবর্তী সময় ঘটনাটি
নিয়ে সরব হয়েছেন। তারা
চাইছেন পুলিশ যেন অভিযুক্তদের
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যারা
মহিলাকে মারধর করেছে তারা
একই পরিবারের সদস্য। এদিকে,
নির্যাতিতা মহিলা জানান,
হামলাকারিও তার কাছ থেকে দুই
বছর আগে দেড় লাখ টাকা ধার
নিয়েছিল। বলা হয়েছিল,
চারদিনের মধ্যেই টাকা ফেরত
দেবে। কিন্তু টাকা ফেরত না
দেওয়ায় তিনি তাদের কাছে টাকা
চাইতে থাকেন। তখনই তাকে
মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।
মহিলার এক মেয়েকেও মারধর
করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

ব্যর্থতার নজির গড়লো স্মার্ট পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারী। স্মার্ট পুলিশের নজরদারির মধ্যেই গাঁজা ব্যবসায়ীরা পুলিশকে ধূলো দিয়ে যায়। শহরতলির রাস্তা থেকে লরি ভর্তি গাঁজা সরিয়ে নেওয়া যায়। শুধু তাই নয়, রেজিস্ট্রেশন বিহীন লরির খবর পেয়েও রাজ্য পুলিশের এতগুলি শাখা মিলে আটক করতে পারে না। এই ধরনের ব্যর্থতার কথা আবার এসপি নিজেই প্রকাশ্যে বলেন। এই ঘটনা শনিবার শহরতলির নন্দননগরে। খালি লরি আটক করার পর নিজেদের ব্যর্থতার কথা বলে গেলেন এসপি পিনাকী সামন্ত। তিনি নেশা দ্রব্য ধ্বংস করা কমিউন সদস্য। তার কাছে আবার টিএসআর'র দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্টের দায়িত্বও রয়েছে। নন্দননগরে শনিবার সকালে এনএলডি এবি ৭৩১৬ নম্বরের একটি লরি আটক করা হয়। লরিটি পিনাকী সামন্তের নেতৃত্বে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু লরির ভেতর কোনও নেশা সামগ্রী পায়নি পুলিশ। দরজা খুলে গোটা গাড়ি খালি পায়। এমনকী গাড়িতে চালক-সহ অন্য কেউই ছিলেন না। খালি গাড়ি আটক করে পুলিশের ব্যর্থতার কথা নিজেরাই স্থিরাক করে গেলেন। এই গাড়িতে নাকি বিপুল পরিমাণে গাঁজা ছিল। শুধু তাই নয়, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বরও

ମାନିକେର ଶୋକ

প্রেসরিলিজ, আগরতলা, ২৯
জানুয়ারি।। ত্রিপুরার অন্যতম
অগ্রণী শিক্ষাবিদ অচিষ্ট্য রায়
প্রয়াত হবার সংবাদ জেনে খুবই
মর্মাহত। ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা
বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার
সাথে অচিষ্ট্য রায়ের নাম
ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তাঁর
সমসাময়িক সময়ে তিনি ছিলেন
অন্যতম স্বনামধন্য ছাত্র দরদি
সফল শিক্ষক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
এবং শিক্ষা প্রশাসনে একজন দক্ষ
ও যোগ্য পরিচালক, প্রশাসক
হিসেবে ছাপ রেখে গেছেন
তিনি। বিশেষভাবে ছাত্রাশ্রাদার
সম্পর্কে ছিলেন যথেষ্ট
সংবেদনশীল। ছাত্রাশ্রাদারে
ভাবনা-চিন্তা শত-পুষ্পের মতো
বিকশিত হোক তা তিনি
দেখতে চাইছেন। বরাবরই তিনি
ছিলেন ইতিবাচক। তাঁর স্মৃতির
প্রতি গভীর শুদ্ধা নিবেদন করছি।
তাঁর পরিবার-পরিজনদের
প্রতি আন্তরিক সমবেদনা
জ্ঞাপন করছি।



ପ୍ରାତବାଦୀ କଲମ ପ୍ରାତନାରୀ, କୈଳାସହର, ୨୯ ଜାନୁଆରୀ । ୨୦୨୩ ସାଲେର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକେ ସାମନେ ରେଖେ ବିରୋଧୀ ଦଲ ବିଶେଷ କରେ ସିପିଆଇୟା ଏମ ନିଜେଦେର ଭିତକେ ମର୍ଯ୍ୟାତ କରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନା ଗ୍ରହଣ କରା ଶୁରୁ କରେଛେ । ଇତିମଧ୍ୟେହି ଫେବୃଆରୀ ମାସେ ଅନୁଷ୍ଠାତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବେଲନକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମହିମାଯ ସମ୍ବେଲନ ଚଲଛେ । ଶନିବାର ଜୀକଜମକପୂର୍ବାବେ ଅନୁଷ୍ଠାତ ହେଲା କୈଳାସହର ମହିମା ସମ୍ବେଲନ । ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନେର ପୂର୍ବେ କୈଳାସହର ମହିମା ସମ୍ବେଲନ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଲେ ମନେ କରରେ ରାଜନୈତିକ ମହିମା । କେନନା ବର୍ତ୍ତମାନେ କୈଳାସହର ମହିମାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ବାମେଦେର ଦଖଲେ ରଯେଛେ । ଆସନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନେ ଏହି ଦୁଟି ଆସନ ଧରେ ରାଖିତେ ମରିଯା

গরু পাচার চক্রের তিন পাঞ্চ আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
ধর্মনগর, ২৯ জানুয়ারি ।।
আস্তর্জ্ঞাতিক গরঃ পাচার
চক্রের তিন সদস্যকে আটক
করতে সক্ষম হয়েছে
বিএসএফ। তাদের কাছ থেকে
১১টি গবাদি পশু উদ্ধার করা
হয়। শুক্রবার গভীর রাতে
ধর্মনগর মহকুমার
নতুনবাজারের সীমান্ত এলাকা
থেকে বিএসএফ ১৩৯ নং
ব্যাটেলিয়ানের ইয়াকুবনগর
বিওপি'র জওয়ানরা তিন গরঃ
পাচারকারীকে আটক করতে
সক্ষম হন। পাচারকারীরা
চিআর০২কে ১৫৪১ নম্বরের
গাড়ি নিয়ে সীমান্তে
এসেছিল। তাদের গাড়িতে
ছিল ১১টি গবাদি পশু। তখনই
বিএসএফ তাদেরকে
হাতেনাতে ধরে ফেলে।
শনিবার সকালে গবাদি
পশু-সহ তিন পাচারকারীকে
কদমতলা থানার পুলিশের
হাতে তুলে দেওয়া হয়।
এদিনের সাফল্যে খবর পেয়ে
বিএসএফ'র ডিআইজি রাজীব
কুমার দোয়া ইয়াকুবনগরে
ছুটে আসেন। তিনি জানান,
সীমান্ত এলাকায় পাচারকার্য
বন্ধ করতে বিএসএফ
জওয়ানরা সর্বদা নিয়োজিত
আছেন। তারা আগামী দিনেও
নিজেদের দায়িত্ব পালন
করবেন। এক্ষেত্রে সাধারণ
মানুষেরও তিনি সহযোগিতা
চেয়েছেন।

কলেজ ছাত্র আক্রান্তের ঘটনায় তদন্ত শুরু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগ্রহ তত্ত্বা, ২১ জানুয়ারি -

বিজেপির মণ্ডল কার্যালয় আক্রান্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি ।।
বিলোনিয়ার আমজাদনগরের
বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা আক্রান্ত
হওয়ার পর এবার একেবারে
বিজেপির মণ্ডল কার্যালয়ে চুকে
পেট্রোল ঢেলে কার্যালয় পুড়িয়ে
দেওয়ার চেষ্টা করেছে
দুষ্ক্ষতিকারীরা। আর দুষ্ক্ষতিকারীদের
আইপিএফটি কিংবা তিপ্রা মথার
সমর্থক বলে অভিযোগ করেছে
বিজেপি। ঘটনা পশ্চিম জেলার
মান্দাইয়ে। জানা গেছে, গত ২৬
তারিখ ২২ পরিবারের ৯৫ জন
ভোটার তিপ্রা মথা এবং
আইপিএফটি ছেড়ে এসে
বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।
এর পরই তিপ্রা মথা এবং
আইপিএফটি'র মাথা ঘুরে যায় বলে
খবর। বিজেপি কর্মীরা জানাচ্ছেন,
২৬ তারিখই নাকি এই দুই দলের
কর্মী-সমর্থকেরা প্রায় প্রকাশে এসে
বিজেপিকে দেখে নেওয়ার হৃষক
দিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে
এদিন মণ্ডল কার্যালয়ে পেট্রোল
দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা
চালায় দুষ্ক্ষতিকারীরা। যদিও
সময়মতো দেখে ফেলায় পার্টি
অফিসটি আগুন থেকে রক্ষা পায়।
বিজেপির অভিযোগ, এই এলাকায়
তিপ্রা মথা আগেই হৃষক দিয়েছিলো
এই এলাকার কোনও ঘুরক
বিজেপির সঙ্গে মিশবে না। আর

ରମ୍ବଲ କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ଆକ୍ରମଣ

মিশলে এর আগামী পরিণতির জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এর পরেও ২২ পরিবারের ৯৫ জন ভোটার বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় ক্ষেপে যায় তিথা মথা। এর পরিপ্রেক্ষিতেই এদিনকার হামলার ঘটনা হতে পারে বলেও এদিন মানাইয়ে বিজেপি নেতারা জানিয়েছেন। তাদের অভিযোগ, এই এলাকায় কোথাও বিজেপি করা যাচ্ছে না। বিজেপির কার্যকর্তাদের প্রকাশ্যে এবং অপকাশ্যে দু'ভাবেই হমকি দেওয়া হচ্ছে। এলাকায় সংগঠন বিস্তার করতেও বিজেপিকে বাধার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। উল্লেখ্য, বিজেপি সংগঠন করতে গিয়ে ঠিক এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি

এবং ঘোলাধাঁটিতে। এই এলাকায় বিজেপি মণ্ডল কার্যালয়ের সামনে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে পর্যন্ত রাখতে পারতেন না। কোনও না কোনওভাবে সেই পতাকা উপড়ে ফেলে দেওয়া হতো। এমনকী গোলাধাঁটির বিজেপি বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা বিএসি'র চেয়ারম্যান হওয়া সত্ত্বেও জম্পুইজলা রুকে এসে বৈঠকে যোগ দেওয়ার মতো সাহস দেখাতে পারতেন না আইপিএফটির হামলার ভয়ে। সেই আইপিএফটিকেই আবার হামলার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো টাকার জলাতে। আইপিএফটি সভাপতি তথা মন্ত্রী এনসি



